সর্বাধুনিক কয়টি স্মার্টফোন

রিয়াদ জোবায়ের

স্বপ্নকে ছাপিয়ে মোটামুটি সবার হাতের নাগালেই পৌঁছেছে নিত্যনতুন সব স্মার্টফোন। তাই বলে স্মার্টফোনের উদ্ভাবনী দক্ষতা নির্মাতা প্রতিষ্ঠানগুলো থামিয়ে রাখতে যে রাজি নয় তা বিভিন্ন মোবাইল ফোনের সর্বশেষ মডেলগুলোর দিকে তাকালেই পরিষ্কার হয়ে যাবে। একই মোবাইল ফোনের মাঝে যেনো ইলেকট্রনিক সব সুবিধা অন্তর্ভুক্ত করার প্রতিযোগিতায় নেমেছে নির্মাতা প্রতিষ্ঠানগুলো। সম্প্রতি স্যামসাংয়ের গ্যালাক্সি এস৪, সনির সনি এক্সপেরিয়া জেড, অ্যাপলের আইফোন ৫, নোকিয়ার লুমিয়া ৯২০, এইচটিসির এইচটিসি ওয়ান ফোনগুলোর দিকে তাকালেই দেখা যাবে মোবাইল ফোন আর শুধু মোবাইল ফোনের মাঝে সীমাবদ্ধ নেই। এদিক থেকে পিছিয়ে নেই বাংলাদেশের স্মার্টফোন নির্মাতা প্রতিষ্ঠান ওয়ালটন। ওয়ালটনের সম্প্রতি প্রকাশ হওয়া প্রিমো সিরিজের মোবাইল ফোনগুলো আন্তর্জাতিক মোবাইল ব্র্যান্ডগুলোর সাথে প্রতিযোগিতা করার সামর্থ্য রাখে।

স্যামসাং গ্যালাক্সি এস৪

স্যামসাং গ্যালাক্সি এস৩-এর রাজত্বের পর স্যামসাং স্মার্টফোন নির্মাতা প্রতিষ্ঠান নিয়ে এলো স্যামসাং গ্যালাক্সি এস৪। এ স্মার্টফোনের কনফিগারেশন বর্তমান বিশ্বের সর্বাধুনিক হার্ডওয়্যার ও সুবিধাদি নিয়ে তৈরি করা। এর ১.৯ গিগাহার্টজ কোয়াড কোর প্রসেসরের সাথে ২ গিগাবাইট র‍্যাম চোখে পড়ার মতো। ফোনটি চলবে মোবাইল ফোনের সবচেয়ে জনপ্রিয় ও সর্বাধুনিক অপারেটিং সিস্টেম অ্যান্ড্রয়িড জেলি-বিন ৪.২.২ ভার্সনে। টুজি, থ্রিজি তো বটেই, বিশ্বের দ্রুততম ফোরজি নেটওয়ার্ক (১০০ মেগাবিট ডাউনলোড পার সেকেন্ড) ব্যবহার করা যাবে এ মোবাইল ফোনে। এলইডি ফ্ল্যাশের সাথে ১৩ মেগাপিক্সেল প্রধান ও ২ মেগাপিক্সেল ফ্রন্ট ক্যামেরা সংযোজন করা হয়েছে ফোনটির সাথে। ছবি তোলার সুবিধার্থে একই সাথে দুটি ছবি তোলা, ফেস ও স্মাইল শনাক্ত করার ক্ষমতা, হাই ডেফিনিশন ছবি ও ভিডিও রেকর্ড করা যাবে এ স্মার্টফোন দিয়ে। এফোনে ইন্টারনাল মেমরি থাকছে ১৬ থেকে ৬৪ গিগাবাইট পর্যন্ত। এছাড়া চাহিদামাফিক আলাদা করে ৬৪ গিগাবাইট পর্যন্ত মেমরি কার্ড যোগ করার সুবিধা রয়েছে। ফোনটির ডিসপ্লের পরিমাপ ৫ ইঞ্চি এবং তা সংরক্ষণের জন্য প্রটেকশন হিসেবে আছে করনিং গরিলা গ্লাস থ্রি, যা ফোনের ডিসপ্লে নিরাপত্তার জন্য সবচেয়ে আধুনিক। ওয়াই-ফাই, ব্লু-টুথ, জিপিআরএস ইনফ্রারেড পোর্ট ও ইউএসবি ক্যাবলের মাধ্যমে ডাটা ট্রান্সফার করা যাবে। সেই সাথে দ্রুতগতিতে ডাটা আদান-প্রদানের জন্য থাকছে নেয়ার ফিল্ড কমিউনিকেশন সুবিধা। আরেকটি চমকপ্রদ সুবিধা হলো স্যামসাং গ্যালাক্সি এস৪ থেকে কোনো অপারেটিং ড্রাইভার ছাড়াই এইচপি ১৮০ মডেলের যেকোনো প্রিন্টার থেকে ওয়াই-ফাই বা ক্যাবল কানেকশনের মাধ্যমে তথ্য প্রিন্ট করা যাবে। এ ফোনে সেভেন ডিজিটালের পক্ষ থেকে মিউজিক হাব সুবিধা রয়েছে, যেখান থেকে মিউজিক কেনার মাধ্যমে প্রায় ১৩ মিলিয়ন গান উপভোগ করা যাবে এবং ডাউনলোড করা গানগুলো ক্লাউডে সংরক্ষণ করার সুবিধা থাকছে। এর এয়ার সুবিধার ফলে মেইল, নোটিফিকেশন, ওয়েবপেজ ও গানের জন্য অ্যাপ্লিকেশন চালু না করেই শুধু একটি স্পর্শের মাধ্যমে তা চেক করা যাবে। রক্তের চাপ পরিমাপ, টিভি আউট, অফিস সুবিধাসহ বিভিন্ন ধরনের গেম খেলা যাবে এ স্মার্টফোনে। আর তা সাপোর্ট দেয়ার জন্য রয়েছে

২৬০০ মিলি অ্যাম্পিয়ার লিথিয়াম ব্যাটারি এবং তা চার্জ করা যাবে তার ছাড়াই। প্রায় ৯টি আলাদা ভাষার লেখা থেকে কণ্ঠস্বর এবং কণ্ঠস্বর থেকে লেখায় রূপান্তরের সুবিধা রয়েছে এ ফোনে।

সনি এক্সপেরিয়া জেড

স্মার্টফোনের শ্রেষ্ঠত্বের স্থান নিতে ২০১৩-এর ফেব্রুয়ারিতে সনি স্মার্টফোন নির্মাতা প্রতিষ্ঠান বাজারে নিয়ে আসে সনি এক্সপেরিয়া জেড। মোবাইল ফোনটির সিপিইউ হিসেবে রয়েছে ১.৫ গিগাহার্টজ কোয়াড-কোর প্রসেসর এবং এর সাথেও রয়েছে ২ গিগাবাইট র‍্যাম। প্রাথমিকভাবে অপারেটিং সিস্টেম হিসেবে থাকবে অ্যান্ড্রয়িড

জেলি-বিনের ৪.১.২ ভার্সন। এ স্মার্টফোনে টুজি ও থ্রিজি নেটওয়ার্ক ছাপিয়ে ফোরজি নেটওয়ার্ক পর্যন্ত ব্যবহার করা যাবে। ছবি তোলার জন্য এ স্মার্টফোনে পাওয়া যাবে ১৬এক্স ডিজিটাল জুমসম্পন্ন ১৩ মেগাপিক্সেল প্রাইমারি ক্যামেরা এবং ভিডিও কল করার জন্য ২.২ মেগাপিক্সেল ফ্রন্ট ক্যামেরা। সনি এক্সপেরিয়ায় ছবি তোলা ও ভিডিও করার অভিজ্ঞতা যেনো সবচেয়ে ভালো হয় সেজন্য রয়েছে টাচ ফোকাস, ফেস শনাক্তকরণ, ছবি এডিট করার সুবিধা, রেড আই রিডিউসিং, পিকচার ইফেক্ট, সেলফ টাইমার, এইচডি ভিডিও করাসহ অনেক সুবিধা। ফোনের স্মৃতিভাণ্ডার হিসেবে পাওয়া যাবে ১৬ গিগাবাইট জায়গা। এছাড়া নিজের ইচ্ছেমতো ৬৪ গিগাবাইট পর্যন্ত আলাদা করে মেমরি কার্ড সংযোজন করার সুবিধাও থাকছে। সনি এক্সপেরিয়ার ডিসপ্লে সাইজ ৫ ইঞ্চি এবং পছন্দের স্মার্টফোনে কোনো দাগ যেনো না পড়ে এজন্য শাটার প্রুফ ও ক্র্যাচ রেজিস্ট্যান্ট গ্লাস রয়েছে। আর সনি মোবাইল ব্রাভিয়া ইঞ্জিন ডিসপ্লের গুণগত মান করেছে আরও অনন্য। ডাটা ট্রান্সফার করা যাবে ওয়াই-ফাই, ব্লু-টুথ, জিপিআরএস ও ইউএসবি ক্যাবলের মাধ্যমে। সেই সাথে দ্রুতগতিতে ডাটা আদান-প্রদানের জন্য নেয়ার ফিল্ড কমিউনিকেশন সুবিধা এ স্মার্টফোনেও আছে। এ স্মার্টফোনের অন্যতম ও ব্যতিক্রম সুবিধা হলো ধুলা ও পানি প্রতিরোধক বডি। ফলে প্রায় ১ মিটার পানির নিচে প্রায় আধঘণ্টা ফোনটি ভিজিয়ে রাখলেও কোনো ক্ষয়ক্ষতি হবে না। এ স্মার্টফোনের সাথে ২৩৩০ মিলি অ্যাম্পিয়ার ব্যাটারি রয়েছে। কিন্তু ইচ্ছে করলেই ব্যাটারিটি ফোন থেকে আলাদা করা যাবে না।

আইফোন ৫

অ্যাপলের আইফোন সিরিজের ষষ্ঠ সংস্করণ আইফোন ৫, যা অ্যাপল ২০১২-এর সেপ্টেম্বরে বাজারে উন্মুক্ত করে। এ ফোনের চালিকাশক্তি হিসেবে রয়েছে ১.২ গিগাহার্টজ ডুয়াল কোর প্রসেসর এবং ১ গিগাবাইট র‍্যাম। কনফিগারেশনে আলাদা করে বলার মতো অ্যাপলের এ৬ চিপসেট, যা ফোনটির হার্ডওয়্যারকে করেছে আরও শক্তিশালী। নতুন আইফোন ৫-এর রয়েছে অপারেটিং সিস্টেম আইওএস৬। তবে পরে ইচ্ছানুযায়ী তা আইফোনের নিজস্ব অপারেটিং সিস্টেম আইওএস ৬.১.৩-তে উন্নীত করা যাবে। আইফোন ৫ দিয়েও বিশ্বের সবচেয়ে দ্রুতগতির মোবাইল নেটওয়ার্ক ফোরজি ব্যবহার করা যাবে। এর প্রাইমারি ক্যামেরা ৮ মেগাপিক্সেল হলেও ছবির গুণগত মান অনেক ভালো। ভিডিও কল করার জন্য ১.২ মেগাপিক্সেলের ফ্রন্ট ক্যামেরাও আছে। ক্যামেরার সুবিধার্থে রয়েছে টাচ ফোকাস, ফেস শনাক্তকরণ, ছবি এডিট করার সুবিধা, পানরোমা, এইচডি ভিডিও করাসহ অনেক সুবিধা। আইফোন ৫-এর সাথে আলাদা করে মেমরি কার্ড লাগানোর সুযোগ নেই, তবে ফোনের অভ্যন্তরীণ ১৬ থেকে ৬৪ গিগাবাইট পর্যন্ত জায়গা ▸

পাওয়া যাবে প্রয়োজনীয় ফাইলপত্র সংরক্ষণ করার জন্য। আইফোন মূলত এর ৪ ইঞ্চি রেটিনা ডিসপ্লে ও সাধারণ কিন্তু স্মার্ট ডিজাইনের জন্য বিখ্যাত। এর ডিসপ্লে আইফোন ৪ এসের তুলনায় শুধু বড়ই করা হয়নি, সেই সাথে প্রতি ইঞ্চিতে পিক্সেলও বাড়ানো হয়েছে যাতে ছবি দেখা, ভিডিও গান শোনা কিংবা ডকুমেন্ট পড়া যাই হোক না কেনো তার অভিজ্ঞতা হবে আরও জীবন্ত ও প্রাণবন্ত। আর স্ক্রিনের প্রটেকশনের জন্য রয়েছে করনিং গরিলা গ্লাস এবং অলেওফবিক আবরণ। এ স্মার্টফোন থেকে ওয়াই-ফাই, ব্লু-টুথ, জিপিআরএস ও ইউএসবি ক্যাবলের মাধ্যমে দ্রুতগতিতে ডাটা ট্রান্সফার করা সম্ভব। আইফোনের অন্যতম সুবিধা হলো আইফোনের জন্য তৈরি অসংখ্য অ্যাপ্লিকেশন। যদিও অ্যান্ড্রয়িড ফোন ব্যবহারকারীর সংখ্যা অনেক বেশি। তারপরও অ্যাপ্লিকেশন বানানোর ক্ষেত্রে ডেভেলপারের প্রথম পছন্দ আই অপারেটিং সিস্টেম। ব্যাটারি সাপোর্ট পাওয়া যাবে ১৪৪০ মিলি অ্যাম্পিয়ার। আইফোন ৫-এর ব্যাটারিও ফোনের সাথে সংযুক্ত। অর্থাৎ ফোন থেকে বিচ্ছিন্ন করা যাবে না। এছাড়া আইফোনের নিজস্ব সিরি ও ম্যাপ এমন দুটি অ্যাপ্লিকেশন, যা মোটামুটি সবার কাছেই সমাদৃত হয়েছে। টিভি, গেম, ভয়েস কমান্ড মিলে আইফোনকে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ফোন বলা যায়।

এইচটিসি ওয়ান

এইচটিসি মোবাইল নির্মাতা প্রতিষ্ঠানের এখন পর্যন্ত সর্বাধুনিক প্রযুক্তিতে তৈরি স্মার্টফোন এইচটিসি ওয়ান। ২০১৩ সালের মার্চ থেকে বাজারে পাওয়া যাচ্ছে এইচটিসি ওয়ান। মোটামুটি অনন্য সব স্মার্টফোনকে টেক্কা দিতে উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন ও শক্তিশালী হার্ডওয়্যার দিয়ে তৈরি করা হয়েছে এইচটিসি ওয়ান। কোয়াড-কোর ১.৭ গিগাহার্টজ প্রসেসরের সাথে থাকছে ২ গিগাবাইট র‍্যাম আর অপারেটিং সিস্টেম হিসেবে পাওয়া যাবে অ্যান্ড্রয়িড জেলি-বিন ৪.১.২। এ স্মার্টফোনের সাথেও রয়েছে টুজি, থ্রিজির পাশাপাশি ফোরজি নেটওয়ার্ক ব্যবহারের সুযোগ। ক্যামেরার কনফিগারেশন দেখে প্রথমে হতাশা আসতে পারে। লেড ফ্ল্যাশের সাথে মাত্র ৪ মেগা পিক্সেল কিন্তু এর ছবির গুণগত মান সবার ভুল ভাঙাবে, কেননা ২৬৮৮×১৫২০ রেজ্যুলেশনের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর ছবি পাওয়া যেতে পারে এইচটিসি ওয়ানের ক্যামেরায়। ক্যামেরার অনন্য সব সুবিধার সাথে খুব অল্প সময়ে তিনটি ছবি নেয়ার ক্ষমতা এই স্মার্টফোনটিকে আরও স্মার্ট করে তুলেছে। এতে আলাদা কোনো মেমরি কার্ড সংযোজন করা যায় না। তবে সেক্ষেত্রে ৩২ বা ৬৪ গিগাবাইট পর্যন্ত অভ্যন্তরীণ জায়গা পাওয়া যাবে। এই ফোনের আরও আকর্ষণীয় দিক হলো এর ডিজাইন ও ডিসপ্লে। সুপার এলসিডি৩ ক্যাপাসিটিভ ডিসপ্লের সাথে প্রতি ইঞ্চিতে ৪৬৯ পিক্সেল এই স্মার্টফোনকে অন্য ফোনগুলো থেকে আলাদা করে রাখার জন্য যথেষ্ট আর স্ক্রিন প্রটেকশনের জন্য থাকছে করনিং গরিলা গ্লাস২। এই ফোনে যথারীতি ওয়াই-ফাই, ব্লু-টুথ, জিপিআরএস ও ইউএসবি ক্যাবলের মাধ্যমে ডাটা ট্রান্সফার করা সম্ভব। এছাড়া নেয়ার ফিল্ড কমিউনিকেশন সুবিধাও পাওয়া যাবে। এর সামনের ডুয়াল স্পিকারের গুণগত মানের দিকে যথেষ্ট নজর দেয়া হয়েছে। ফলে সাউন্ড খুব চমৎকার শোনা যাবে। ফোনের বিভিন্ন খবর ও নোটিফিকেশন হোমপেজেই আসবে। ফলে ব্রাউজিংয়ের ঝামেলা অনেক কম হবে। এইচটিসি ওয়ানের আরেকটি অসুবিধা হলো ব্যাটারি বিচ্ছিন্ন করা যায় না।

নোকিয়া লুমিয়া ৯২০

সিম্বিয়ান অপারেটিং সিস্টেমে একচেটিয়া বাজার ধরে রাখার পর নোকিয়া মোবাইল ফোন নির্মাতা প্রতিষ্ঠান স্মার্টফোনের বাজারে বেশ পিছিয়ে পড়েছিল শুরু থেকেই। তবে সম্প্রতি নোকিয়ার লুমিয়া সিরিজের উইন্ডোজ ফোন আবার স্মার্টফোন নির্মাতা প্রতিষ্ঠান হিসেবে নোকিয়াকে শক্ত অবস্থানে নিয়ে গেছে। লুমিয়া সিরিজের এখন পর্যন্ত সর্বসেরা ফোন নোকিয়া লুমিয়া ৯২০। কুয়ালকমের চিপসেট, ডুয়াল-কোর ১.৫ গিগাহার্টজের প্রসেসর ও ১ গিগাবাইট র‍্যাম অপেক্ষা এর অপারেটিং সিস্টেমটি আগে চোখে পড়ে। মোবাইল ফোনেই ব্যবহার করা যাবে উইন্ডোজ ৮। ফোরজি মোবাইল নেটওয়ার্ক থাকলে ফোরজি নেটওয়ার্ক পর্যন্ত ব্যবহার করা যাবে নোকিয়া লুমিয়া ৯২০-এর সাহায্যে। ক্যামেরার ক্ষেত্রে ৮ মেগাপিক্সেল ক্যামেরার সাথে কার্ল যেসিস অপটিক্স ও ডুয়াল লেড ফ্ল্যাশ থাকছে। ফলে ছবি তুললে ঝাপসা শব্দটির স্থান যে থাকছে না তা বলা যায়। আর ভিডিও কল করার জন্য ১.৩ মেগাপিক্সেল ফ্রন্ট ক্যামেরা থাকছে। নোকিয়া লুমিয়া ৯২০-এর কোনো মেমরি কার্ড সংযোজনের স্থান নেই। তবে অভ্যন্তরীণ জায়গা রয়েছে ৩২ গিগাবাইট। টাচস্ক্রিনের ক্ষেত্রে নোকিয়া লুমিয়া ৯২০ যেকোনো ফোনের চেয়ে এগিয়ে। ফোনের ডিসপ্লে খুবই স্পর্শকাতর। এছাড়া এলসিডি ক্যাপাসিটিভ ডিসপ্লের সাথে প্রটেকশন হিসেবে থাকছে করনিং গরিলা গ্লাস২। ব্লু-টুথ, ডাটা ক্যাবল, ওয়াই-ফাই, জিপিআরএস ও নেয়ার ফিল্ড কমিউনিকেশনের মাধ্যমে ডাটা আদান-প্রদান করা যাবে। উইন্ডোজ ফোন ব্যবহারের একটি অসুবিধা হলো অ্যান্ড্রয়িডের বা আইওএসের তুলনায় অ্যাপ্লিকেশন সংখ্যা অনেক কম। তবে পোর্ট ছাড়াই চার্জ দেয়া এবং নোকিয়া মিউজিকের পক্ষ থেকে আনলিমিটেড গান শোনার সুবিধা ▶

নোকিয়া লুমিয়া ৯২০-কে সেরা স্মার্টফোন হওয়ার দৌড়ে টিকে রাখবে তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

এলজি অপটিমাস জি প্রো

স্মার্টফোন নির্মাতা প্রতিষ্ঠানগুলোর মাঝে তৃতীয় অবস্থান দখল করে আছে এলজি মোবাইল ফোন নির্মাতা প্রতিষ্ঠান। আর এলজি ফোনের মধ্যে উল্লেখযোগ্য একটি ফোন এলজি অপটিমাস জি প্রো। এ স্মার্টফোনে সিপিইউ হিসেবে কোয়াড-কোর ১.৭ গিগাহার্টজ প্রসেসর ও ২ গিগাবাইট র‌্যাম ব্যবহার করা হয়েছে। আর অপারেটিং সিস্টেম অ্যান্ড্রয়িড জেলি-বিন ৪.১.২ পাওয়া যাবে। ক্যামেরার ক্ষেত্রে ডুয়াল ভিডিও রেকর্ডিং সুবিধাসহ ১৩ মেগাপিক্সেল ক্যামেরা রয়েছে এলজি অপটিমাস জি প্রোর সাথে। পানরোমা, ফেস ট্যাগিয়েংর সাথে ২.১ ফ্রন্ট ক্যামেরা পাওয়া যাবে ভিডিও কল করার জন্য। ফোনটিতে আলাদা করে ৬৪ গিগাবাইট পর্যন্ত মেমরি কার্ড সংযোজন করা যাবে। তাছাড়া ফোনের সাথে রয়েছে ৩২ গিগাবাইট জায়গা। এলজি অপটিমাস জি প্রোর ডিসপ্লে তুলনামূলক বেশ বড়। ৫.৫০ ইঞ্চি পরিমাণ স্ক্রিনের প্রতি ইঞ্চিতে রয়েছে ৪০১ পিক্সেল। ফলে ছবি দেখা যাবে অনেক নিখুঁত আর সুন্দর সাউন্ড সেবা পাওয়ার জন্য আলাদা যোগ করা আছে ডলবি মোবাইল সাউন্ড। ফলে অন্য যেকোনো ফোন থেকে শব্দ শ্রুতিমধুর হবে তা মোটামুটি নিশ্চিত। এলজি অপটিমাস জি প্রোতে ডাটা আদান-প্রদান করা যাবে ব্লু-টুথ, ডাটা ক্যাবল, ওয়াই-ফাই, জিপিআরএস ও নেয়ার ফিল্ড কমিউনিকেশনের মাধ্যমে। আর ব্যাটারির ক্ষমতা ৩১৪০ মিলি অ্যাম্পিয়ার, যার ফলে স্মার্টফোন চলবে নির্বিঘ্নে।

ওয়ালটন প্রিমো এক্স১

বিশ্বের উন্নত স্মার্টফোন নির্মাতা প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে পাল্লা দিয়ে বাংলাদেশে সম্প্রতি ওয়ালটন স্মার্টফোন নির্মাণ শুরু করেছে। এরই মধ্যে ওয়ালটন বেশ কয়েকটি আন্তর্জাতিক মানের স্মার্টফোন নির্মাণ করেছে, যার মধ্যে ওয়ালটন প্রিমো এক্স১ বর্তমান বাজারে বেশ জনপ্রিয়তা পেয়েছে। ওয়ালটন প্রিমো এক্স১ ফোনের সিপিইউ কোয়াড-কোর ১.২ গিগাহার্টজ এবং র‌্যাম ১ গিগাবাইট। এ স্মার্টফোনেই অ্যান্ড্রয়িড অপারেটিং সিস্টেমের আধুনিক সংস্করণ অ্যান্ড্রয়িড জেলি-বিন ৪.১.২ ব্যবহার করা যাবে। ফোনটি থ্রিজি সাপোর্টেড অর্থাৎ এখন দেশের তৈরি মোবাইল ফোনেই উচ্চগতির ইন্টারনেট সেবাসহ ভিডিও কল করা যাবে। ফোনটির আরেকটি সুবিধা হলো একই সাথে দুটি সিম সচল রাখা যাবে। ছবি তুলতে পছন্দ করেন এমন যেকেউ ফোনটি পছন্দ করবেন। কেননা এর সাথে সংযুক্ত আছে ৮ মেগাপিক্সেল ক্যামেরা এবং তার সাথে রয়েছে লেড ফ্ল্যাশ ও পানরোমা। ফোন দিয়ে ১০৮০ পিক্সেলের ভিডিও করা যাবে এবং প্রতিসেকেন্ডে ৩০টি পর্যন্ত ছবির ফ্রেম ধারণ করা যাবে। ভিডিও কল করার জন্য রয়েছে ২ মেগাপিক্সেল ফ্রন্ট ক্যামেরা। ফোনের সাথে ৪ গিগাবাইট মেমরি রয়েছে, যার ৩ গিগাবাইট অপারেটিং সিস্টেমের জন্য এবং ১ গিগাবাইট ইউজারের জন্য বরাদ্দ। এছাড়া আলাদা ৩২ গিগাবাইট পর্যন্ত মেমরি কার্ড সংযুক্ত করা যাবে। ফোনটির ডিসপ্লে সুপার অ্যামোলেড ক্যাপাসিটিভ টাচস্ক্রিনবিশিষ্ট, যার দৈর্ঘ্য ৪.৬৫ ইঞ্চি। ওয়ালটন প্রিমো এক্স১-তে ১২৮০×৭২০ পিক্সেল মাপের এইচডি ভিডিও দেখা যাবে এবং সুন্দর ভিডিও ও ছবি দেখার জন্য গ্রাফিক্স প্রসেসিং ইউনিটও রয়েছে। আর ডিসপ্লের প্রটেকশনের জন্য রয়েছে করনিং গরিলা গ্লাস। তথ্য স্থানান্তর করা যাবে ব্লু-টুথ, ডাটা ক্যাবল, ওয়াই-ফাই ও জিপিআরএসের মাধ্যমে। স্মার্টফোনটিতে শক্তির জোগান দিতে রয়েছে ২১০০ মিলি অ্যাম্পিয়ারের ব্যাটারি।

বর্তমান বিশ্বে স্মার্টফোন ছাড়া মোবাইল ফোন কল্পনাই করা যায় না। বর্তমানে আমাদের দেশেও সবার দোরগোড়ায় স্মার্টফোন পৌঁছে গেছে। ফলে স্মার্টফোনের নিত্যনতুন সব সুবিধা সবার কাছেই পৌঁছে যাচ্ছে। এখন দেখার বিষয় এর পরবর্তী প্রজন্মের স্মার্টফোনগুলো আর কি কি চমক নিয়ে অপেক্ষা করছে কজ

ফিডব্যাক : riyadzubair@gmail.com